ডঃ কবির চৌধুরী, ডঃ অজয় রায় এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের গোলেবিল আলোচনা

জঙ্গি মৌলবাদের বিস্তার ঃ সিভিল সমাজের করণীয় বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠক ঃ জঙ্গি কর্মকাণ্ডের শ্বেতপত্র প্রকাশ ও গ্রেনেড-বোমা হামলার গণতদন্ত হবে

কাগজ প্রতিবেদক ঃ বাংলাদেশে জঙ্গি মৌলবাদের কর্মকাণ্ডের একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ এবং কিবরিয়া হত্যাসহ সব গ্রেনেড/বোমা হামলা ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের গণতদন্তের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে শিগগির একটি গণতদন্ত কমিশন ও শ্বেতপত্র প্রকাশ কমিটি গঠন করা হবে। গতকাল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'উপর্যুপরি গ্রেনেড/ বোমা হামলা এবং জঙ্গি মৌলবাদের বিস্তার ঃ সিভিল সমাজের করণীয়' বিষয়ে এক গোলটেবিল বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 'মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন' এবং 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্র' যৌথভাবে এ বৈঠকের আয়োজন করে।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে গোলটেবিল বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন বিচারপতি কে এম সোবহান, সিপিবির সভাপতি মনজুরুল আহসান খান, সাংসদ প্রমোদ মানকিন, অধ্যাপক অজয় রায়, প্রখ্যাত মানবাধিকার কর্মী ফাদার টিম, ব্যারিস্টার শফিক আহমদ, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি আআসম আরেফিন সিদ্দিক, সাবেক সচিব মোকাম্মেল হক, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক, এনজিও ব্যক্তিত্ব অ্যারোমা দত্ত, গ্রেনেড হামলায় নিহত আওয়ামী লীগ নেত্রী আইভী রহমানের অগ্রজা শামসুন্নাহার সিদ্দিক, মানবাধিকার কর্মী রোজলিন কস্তা, আহমদিয়া সম্প্রদায়ের নেতা মওলানা আব্দুল আউয়াল, প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, দৈনিক সংবাদ সম্পাদক বজলুর রহমান। ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন সাংবাদিক, কলামিস্ট ও মানবাধিকার কর্মী শাহরিয়ার কবির। ধারণাপত্রে শাহরিয়ার কবির বলেন, 'খালেদা-নিজামী চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সারাদেশে সন্ত্রাস, হত্যা, নির্যাতন ও গ্রেনেড/বোমা হামলা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যার সর্বশেষ শিকার সাবেক অর্থমন্ত্রী এসএএমএস কিবরিয়া। একই সঙ্গে দেশে জঙ্গি মৌলবাদের উত্থান ও বিস্তৃতি ঘটছে এবং তারাই সরকারের প্রশ্রয়ে গ্রেনেড বোমা হামলা ও হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে। তিনি এসব বিষয়

জনগণকে সচেতন করার জন্য একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ ও গণতদন্ত কমিশন গঠনের প্রস্তাব করলে তা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সভায় আলোচনাকালে বক্তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল শক্তির বৃহত্তর ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও বাঙালিয়ানাকে রক্ষার জন্য জনগণকে সম্পৃক্ত করে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

বিচারপতি কে এম সোবহান বলেন, আমি হতাশ হই না, এতো অত্যাচারের পরও এখনো রাস্তায় মিছিল বের হয়। আন্দোলন চলছে আন্দোলন চলবে। শক্তি সঞ্চয় করে কাজ করে যান। আমরাই জয়ী হবো।

মনজুরুল আহসান খান বলেন, প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরকারের একটা অংশ জড়িত। এদেরকে ধরতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন বৃহত্তর গণআন্দোলন। প্রমোদ মানকিন বলেন, বাঙালিয়ানায় বিশ্বাসী মানুষেরা আজ যেন নিজ দেশেই পরবাসী। বাঁচতে হলে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সংগ্রাম করতে হবে। আরেফিন সিদ্দিক বলেন, প্রতিবাদের মিছিল আজ রাস্তায় দাঁড়াতেও পারছে না; কিন্তু খুনের মিছিল চলছেই। সবাই একসঙ্গে কাজ করলে এই খুনের মিছিল থামানো সম্ভব। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন আন্দোলনে গণসম্পৃক্ততা বাড়ানোর তাগিদ দিয়ে বলেন, এ লক্ষ্যে সিভিল সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। আর সিভিল সমাজের চালিকাশক্তি হিসেবে উদ্যোগ নিতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোকেই। মোকাম্মেল হক বলেন, আজকে বাঙালিত্ব চরমভাবে বিপন্ন। সংঘাতটা চলছে বাঙালিত্ব বনাম পাকিস্তানিত্বর মধ্যে। এখন অস্তিত্বের স্বার্থে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম সার্বিক পরিস্থিতিতে দেশের ওপর যে বিপদ আজ ভর করেছে তা থেকে উত্তরণের জন্য একটা জাতীয় কর্মসূচি ও সনদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। বজলুর রহমান বলেন, এসব কাজ করার জন্য আমাদের সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি করা দরকার। সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন, হতাশ আমরা কখনো হবো না। বাঙালি বহু বিপর্যয় থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। আমরা জয়ী হবোই।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫

আরো পড়ুন :

- শুনুনঃ জামার্ন রেডিও বাংলার খবর - অধ্যাপক গালিবকে নিয়ে (**PLAY AUDIO**)

- বিদেশী জঙ্গিদের সঙ্গেও রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঃ কে এই অধ্যাপক গালিব?
- জঙ্গি মৌলবাদের বিস্তার ঃ সিভিল সমাজের করণীয় বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠক ঃ জঙ্গি কর্মকাণ্ডের শ্বেতপত্র প্রকাশ ও গ্রেনেড-বোমা হামলার গণতদন্ত হবে
- নওগাঁয় ব্র্যাক অফিসে, সিরাজগঞ্জে গ্রামীণ ব্যাংকে বোমা হামলা রংপুরে গ্রেনেড উদ্ধার
- নাটক-এনজিওতে হামলার পেছনে জামা'আতুল-জেএমজেবি ॥ গালিবসহ রাবির ৫০ শিক্ষক ও বহু ছাত্র জড়িত
- বাংলাভাইকে নিয়ে মুক্ত-মনার বিশেষ ফিচার